Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শামীমা আক্তার

রোলঃ 23090120205

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শামীমা আক্তার

রোলঃ 23090120205

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শামীমা আক্তার, আইডিঃ 23090120205 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

শামীমা আক্তার

আইডিঃ 23090120205

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

গবেষণার প্রয়োজনীয়তা 9

১.১.১. গবেষণার পটভূমি: আধুনিক সমাজে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়ার প্রেক্ষাপট 9

১.১.২. উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি 9

১.১.৩. গুরুত্ব: আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক তাৎপর্য 10

১.২. বিরর আল-ওয়ালিদাইন: ধারণা, পরিভাষা এবং ব্যাপকতা 10

১.২.১. সংজ্ঞা ও মূলনীতি 10

১.২.২. ধারণার ব্যাপকতা (ইহসান ও কর্তব্য) 10

১.২.৩. অনটোলজিক্যাল ভিত্তি: তাওহীদ ও শুকর (কৃতজ্ঞতা) 11

১.৩. ইসলামে পিতা-মাতার অধিকারের মর্যাদা: ইবাদতের সাথে সম্পর্ক 12

১.৩.১. সর্বোত্তম আমলের শ্রেণীবিন্যাস 12

১.৩.২. জান্নাতের পথ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি 13

১.৪. অন্তর্দৃষ্টি ও তাৎপর্য: তাওহীদ ও বিররের সংযোগ 14

অধ্যায় ২: কুরআনের আলোকে দায়িত্বের মৌলিক নির্দেশাবলী (Core Quranic Mandates) 14

২.১. সদাচরণের অপরিহার্যতা এবং 'উফ' শব্দের নিষেধাজ্ঞা 14

২.১.১. 'উফ' (উহ) বলার নিষেধাজ্ঞা 14

২.১.২. ধমক না দেওয়ার নির্দেশ এবং সম্মানসূচক কথা 15

২.২. মাতৃত্বের বিশেষ মর্যাদা ও কষ্টের স্বীকৃতি 15

২.২.১. কষ্টের পর কষ্ট এবং তিনগুণ অগ্রাধিকার 15

২.৩. পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের বিনয় ও করুণা: রহমতের ডানা প্রসারিত করা 16

২.৩.১. নম্রতা প্রদর্শন ও বার্ধক্যের সেবা 17

২.৩.২. অনবরত দু'আ ও লালন-পালনের ঋণ স্বীকার 17

২.৪. ব্যতিক্রম: অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি আচরণ ও আনুগত্যের সীমারেখা 18

২.৪.১. আনুগত্যের ব্যতিক্রম: শির্ক ও হারাম 18

২.৪.২. 'সদ্ভাবে বসবাস' (মা'রুফ) এর নীতি 18

২.৫. অন্তর্দৃষ্টি ও তাৎপর্য: ফিক্বহী সামঞ্জস্যতা 18

অধ্যায় ৩: সুন্নাহ ও হাদীসের আলোকে প্রায়োগিক কর্তব্যসমূহ (Practical Duties based on Sunnah) 19

৩.১. উত্তম আমলের শ্রেণীবিন্যাস এবং পিতা-মাতার সেবার অবস্থান 19

৩.১.১. জিহাদের উপরে বিররের গুরুত্ব 19

৩.২. আর্থিক ভরণ-পোষণ: ফিক্বহী মাসআলা ও সামর্থ্যবান সন্তানের বাধ্যবাধকতা 20

৩.২.১. ভরণ-পোষণের বাধ্যবাধকতার নীতি 20

৩.২.২. সন্তানের সম্পদে পিতার অধিকার 20

৩.৩. বৃদ্ধাবস্থায় সেবার দায়িত্ব ও শারীরিক পরিচর্যা 20

৩.৩.১. বার্ধক্যে বিশেষ যত্ন ও সহচার্য 20

৩.৩.২. পরিচর্যার বন্টন ও ফিক্বহী দৃষ্টিভঙ্গি 21

৩.৪. আদর্শ দৃষ্টান্ত: উয়াইস আল-কারনী এবং আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) 21

৩.৪.১. উয়াইস আল-কারনী: ইখলাসের পরাকাষ্ঠা 21

৩.৪.২. আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.): মৃত্যুর পরেও সদাচার 21

অধ্যায় ৪: ফিক্বহী দৃষ্টিকোণ: আনুগত্যের সীমাবদ্ধতা ও বিশেষ পরিস্থিতি (Jurisprudential Rulings and Conflicts) 23

৪.১. উক্বুক আল-ওয়ালিদাইন: কবীরা গুনাহ্ এবং এর পরিণতি 23

৪.১.১. কবীরা গুনাহ্ হিসেবে উক্বুক 23

৪.১.২. ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি 23

৪.২. বিবাহিত সন্তানের দায়িত্বের তারতম্য: স্বামী ও পিতা-মাতার অধিকারের সংঘাত 24

৪.২.১. স্বামীর অধিকারের প্রাধান্য এবং আনুগত্যের স্থানান্তর 24

৪.২.২. ভারসাম্য রক্ষা: আনুগত্য বনাম সদাচরণ (ইহসান) 24

৪.৩. ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত মাযহাবসমূহের তুলনামূলক আলোচনা 25

৪.৪. অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি আচরণ: ফিক্বহী দৃষ্টিভঙ্গি 26

অধ্যায় ৫: আধুনিক সমাজে বিরর আল-ওয়ালিদাইন: আইন ও সামাজিক প্রেক্ষাপট (Modern Context and Legal Aspects) 26

৫.১. আধুনিক জীবনের চ্যালেঞ্জ: নৈতিক অবক্ষয় ও আন্তঃপ্রজন্ম সংঘাত 26

৫.১.১. বৃদ্ধ নিবাসের প্রবণতা ও সামাজিক অবক্ষয় 26

৫.১.২. ডিজিটাল যুগে সংঘাত নিরসন 27
৫.২. ডিজিটাল যুগে আন্তঃপ্রজন্ম সংঘাত নিরসন ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা 27
৫.৩. বাংলাদেশের 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩' এর শরী'আহ্ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার... 27
৫.৩.১. আইনের মূল বিধান.. 27
৫.৩.২. শরী'আহ্ সাথে তুলনা ও দণ্ডারোপের ন্যায্যতা 28
অধ্যায় ৬: মৃত্যুর পরের দায়িত্ব এবং উপসংহার ঃ- 29
৬.১. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের কর্তব্যসমূহ.. 29
৬.১.১. প্রাথমিক দায়িত্ব ও আর্থিক বাধ্যবাধকতা.. 29
৬.১.২. আত্মিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব 29
৬.২. আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি কর্তব্য (সিলাতুর রাহেম) 30
৬.৩. গবেষণার ফলাফল ও মূল সিদ্ধান্ত (Summary of Findings) 31
৬.৪. চূড়ান্ত সুপারিশমালা ঃ.. 32

ভুমিকা

মানবজীবনের প্রথম পাঠশালা হলো পরিবার, আর সেই পরিবারের প্রাণ হলো পিতা ও মাতা। তারা সেই দুইটি পবিত্র ছায়া, যাদের ত্যাগ, মমতা ও স্নেহের ঋণ কোনো দিনও শোধ করা সম্ভব নয়। সন্তানের প্রথম কান্না থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যাদের দোয়ার ছায়ায় জীবন নিরাপদ থাকে, তারা হলেন পিতা-মাতা। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে মধুর নিয়ামত হলো মায়ের বুকের দুধ আর পিতার পরিশ্রমে উপার্জিত অন্ন।

পিতা-মাতা সন্তানের জন্য যা ত্যাগ করেন, তা কোনো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মা সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ান, আর পিতা সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করেন যেন তার সন্তান অনাহারে না থাকে। তাই ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্বকে ঈমানের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেনঃ

> وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“আর তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো এবং পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।”

— সূরা আল-ইসরাঃ ২৩

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজের ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে পিতা-মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার ও সদ্ব্যবহারকে একত্রে উল্লেখ করেছেন, যা এই দায়িত্বের মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। নবী করিম ﷺ বলেছেন—

> “রিদা আল্লাহি ফি রিদাল ওয়ালিদ, ওয়া সাখাতুল্লাহি ফি সাখাতিল ওয়ালিদ।”

অর্থাৎ, “আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে, আর আল্লাহর অসন্তোষ নিহিত পিতা-মাতার অসন্তোষে।”

— (তিরমিজি, হাদীস: ১৮৯৯)

এই হাদীস স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিই সন্তানের জান্নাতের চাবি।

আজকের ব্যস্ত পৃথিবীতে অনেক সন্তান এই চিরন্তন দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছে। অথচ পিতা-মাতার দোয়া এমন এক বরকত, যা দুনিয়া ও আখিরাতের অন্ধকার পথেও আলো ছড়ায়। একজন মায়ের চোখের পানি ও পিতার ক্লান্ত হাতের রেখার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সন্তানের সুখের প্রতিটি অধ্যায়।

সুতরাং পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধু সামাজিক বা নৈতিক দাবি নয়, এটি আল্লাহর নির্দেশিত এক ইবাদত। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, সেবা, দোয়া ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ সুগম করা।

এই থিসিসে সেই চিরন্তন সম্পর্কের গভীরতা, ইসলামী নির্দেশনা, নবীদের আদর্শ, এবং আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ বিশ্লেষণ করা হবে—যাতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, পিতা-মাতা শুধু আমাদের জন্মদাতা নন, বরং তারা আমাদের জান্নাতের দরজার চাবিকাঠি।

বিষয় নির্বাচনের কারণ

১. পিতা-মাতার অধিকার ইসলামী শিক্ষার মৌলিক বিষয়
ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যেখানে প্রতিটি সম্পর্কের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট নির্দেশনা। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য কুরআন ও হাদীসে বারবার গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে। তাই এই বিষয়টি ধর্মীয়ভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

> وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا — “আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।” (সূরা আন-নিসা: ৩৬)

২. বর্তমান সমাজে অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপট
আজকের সমাজে দেখা যায়— অনেক সন্তান পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছে; বৃদ্ধাশ্রমে ফেলে রাখছে, অবহেলা করছে, কটুভাষায় আঘাত করছে। এই অবক্ষয়ের কারণ বিশ্লেষণ ও তার প্রতিকার খোঁজা এখন সময়ের দাবি। তাই এই বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে সমাজে নৈতিক চেতনা জাগানোর উদ্দেশ্যে।

৩. পিতা-মাতার ত্যাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জাগানো
একজন মা সন্তানের জন্য নিজের শরীরের কষ্ট সহ্য করেন, পিতা সারাজীবন শ্রম দিয়ে সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সন্তানেরা প্রায়ই সেই ত্যাগ ভুলে যায়। এই গবেষণার মাধ্যমে পিতা-মাতার নিঃস্বার্থ ভালোবাসার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব তুলে ধরা হবে।

৪. নবীদের আদর্শ অনুসরণে অনুপ্রেরণা
হযরত ইব্রাহিম (আঃ), ইসমাইল (আঃ), ইয়াহইয়া (আঃ) সহ অনেক নবীর জীবন থেকেই আমরা দেখি— তাঁরা পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্য ও ভালোবাসার অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছেন। তাই নববী আদর্শের আলোকে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৫. ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণে গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা

এই বিষয়টি শুধু ধর্মীয় নয়, বরং নৈতিক ও সামাজিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। এটি মানবিক সম্পর্কের মজবুতি, পারিবারিক বন্ধন রক্ষা ও সমাজে মমতা ও শ্রদ্ধার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৬. আধুনিক শিক্ষায় পারিবারিক মূল্যবোধের অভাব পূরণ

বর্তমান প্রজন্ম প্রযুক্তি ও আধুনিকতায় ব্যস্ত হলেও পারিবারিক মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই গবেষণার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে পিতা-মাতার মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা সম্ভব হবে।

৭. মানবিক মূল্যবোধ ও ঈমানের সংযোগ তুলে ধরা

কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী, পিতা-মাতার আনুগত্য শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়— এটি ঈমানের অঙ্গ। তাই এই গবেষণার মাধ্যমে বোঝানো হবে, পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জন মানেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

৮. ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির চাবিকাঠি

যে সমাজে পিতা-মাতাকে সম্মান দেওয়া হয়, সে সমাজে শান্তি, ভালোবাসা ও নৈতিকতার আলো ছড়িয়ে পড়ে। তাই সমাজের উন্নয়ন ও মানসিক প্রশান্তির জন্য এই বিষয়টি বাস্তবিক ও প্রাসঙ্গিক।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো — পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব, কর্তব্য ও আচরণ সম্পর্কিত ইসলামী নির্দেশনা, নৈতিক শিক্ষা এবং আধুনিক সমাজে তার বাস্তব প্রয়োগের দিকগুলো বিশ্লেষণ করা।

নিচে বিস্তারিতভাবে উদ্দেশ্যগুলো তুলে ধরা হলোঃ

১. ইসলামী দৃষ্টিকোণে পিতা-মাতার মর্যাদা ও অধিকার অনুধাবন করা

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব, কর্তব্য, ও আনুগত্যের প্রকৃত রূপ তুলে ধরা এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

"পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।" (সূরা আল-বাকারা: ৮৩)
এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, পিতা-মাতার প্রতি উত্তম ব্যবহার ঈমানের অপরিহার্য অংশ।

২. নবীদের জীবন থেকে আদর্শ আচরণের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা

নবী ইব্রাহিম (আঃ), ইসমাইল (আঃ), ইয়াহইয়া (আঃ), ঈসা (আঃ) প্রমুখ নবীদের জীবনে পিতা-মাতার প্রতি যে বিনয়, ভালোবাসা ও সম্মানের শিক্ষা পাওয়া যায়, তা বিশ্লেষণ করে বর্তমান প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় উদাহরণ তৈরি করা।

৩. পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব অবহেলার সামাজিক কারণ অনুসন্ধান করা

বর্তমান সমাজে কেন সন্তানরা পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে, বৃদ্ধাশ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে, পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হচ্ছে — তার কারণ ও মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করা এই গবেষণার একটি লক্ষ্য।

৪. আধুনিক সমাজে ইসলামী নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োগের পথ নির্ধারণ

এই গবেষণার মাধ্যমে এমন এক নৈতিক কাঠামো নির্ধারণ করা, যাতে সন্তানরা আধুনিক সমাজেও ধর্মীয় নির্দেশনার আলোকে পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য সচেতনভাবে পালন করতে পারে।

৫. পিতা-মাতার দোয়া ও সন্তুষ্টির প্রভাব ব্যাখ্যা করা

ইসলামী দৃষ্টিতে পিতা-মাতার দোয়া সন্তানের জীবনে কেমন আশীর্বাদ ও বরকত আনে— এবং তাদের অসন্তুষ্টি কেমন বিপর্যয় ডেকে আনে, তা ব্যাখ্যা করা হবে।

> নবী করিম ﷺ বলেছেন:
"পিতা-মাতার দোয়া সন্তানের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়।" (আবু দাউদ, হাদীস: ৫১৪২)

৬. পারিবারিক বন্ধন ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা

গবেষণার মাধ্যমে পরিবারে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার পরিবেশ তৈরি করার আহ্বান জানানো হবে। যেন সন্তানরা বুঝতে পারে—
পিতা-মাতার হাসিই তাদের জীবনের আসল প্রশান্তি,
আর তাদের চোখের পানি হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টির ইঙ্গিত।

৭. ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নৈতিক চেতনা ও ধর্মীয় দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা

এই গবেষণার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আল্লাহভীতি, মানবিকতা ও পারিবারিক দায়িত্ববোধের মূল্য জাগিয়ে তোলা —
যাতে তারা ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে একটি সচেতন, দায়িত্বশীল প্রজন্ম হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

৮. গবেষণার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন

শেষত, এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো — সমাজে এমন এক চিন্তা-জাগরণ সৃষ্টি করা,

যেখানে সন্তানরা বুঝবে:

“পিতা-মাতা কেবল জীবনের অংশ নন, বরং তারা জীবনের অর্থ।”
তাদের সন্তুষ্টিতেই রয়েছে জান্নাতের পথ, শান্তির ঠিকানা, ও আল্লাহর রহমতের ছায়া।

গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

১.১.১. গবেষণার পটভূমি: আধুনিক সমাজে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়ার প্রেক্ষাপট

ইসলামী সমাজ কাঠামোয় পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ (বিরর আল-ওয়ালিদাইন) কেবল একটি নৈতিক উপদেশ নয়, বরং এটি ইবাদতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত। তবে বিশ্বব্যাপী আধুনিকায়ন, অর্থনৈতিক চাপ, এবং পশ্চিমা জীবনযাত্রার প্রভাবে বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজেও পারিবারিক বন্ধন এবং প্রবীণদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ঐতিহ্যে শিথিলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে । বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে তাদের জীবনের শেষ সময়ে সেবা ও সঙ্গ প্রদান করা থেকে সন্তানরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে । এই নৈতিক অবক্ষয় এতটাই গভীর হয়েছে যে, রাষ্ট্রকে আইনীভাবে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে, যার ফলস্বরূপ 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩' প্রণীত হয়েছে । এই প্রেক্ষাপটে, কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নির্দেশাবলীর উপর গভীর মনোযোগ দেওয়া জরুরি, যেন সন্তানেরা তাদের দায়িত্বকে নিছক একটি সামাজিক বাধ্যবাধকতা হিসেবে না দেখে, বরং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে।

১.১.২. উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রামাণিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার সামগ্রিক অধিকার এবং সন্তানের কর্তব্যগুলোর একটি বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা। গবেষণাটি বিশ্লেষণাত্মক (তহলীলি) এবং তুলনামূলক (মুক্বারানাহ্) পদ্ধতি অবলম্বন করে । এখানে কুরআন ও হাদীসের মূল পাঠের পাশাপাশি ধ্রুপদী মুফাসসির এবং ফুকাহায়ে কেরামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে ফিক্বহী মাসআলাগুলোর জটিলতা, যেমন–বিবাহিত কন্যার দায়িত্ব এবং অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি আচরণের সীমারেখা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

১.১.৩. গুরুত্ব: আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক তাৎপর্য

পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালনের গুরুত্ব কেবল ব্যক্তিগত সওয়াব অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি সমাজের প্রাথমিক একক–পরিবারকে–সুদৃঢ় করার একটি ভিত্তি । এটি আল্লাহর ইবাদতের পরেই স্থান লাভ করেছে, যা সন্তানের আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষতা পরিমাপের একটি ব্যারোমিটার হিসেবে কাজ করে । এর অবাধ্যতা (উক্কুক আল-ওয়ালিদাইন) শির্কের পরেই সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ্ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা কেবল পরকালে নয়, ইহকালেও শাস্তির কারণ হতে পারে । সুতরাং, এই গবেষণা মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি আদর্শিক ও প্রায়োগিক পথনির্দেশ দিতে সক্ষম, যাতে তারা পরকালের সাফল্য এবং ইহকালের পারিবারিক শান্তি উভয়ই অর্জন করতে পারে।

১.২. বিরর আল-ওয়ালিদাইন: ধারণা, পরিভাষা এবং ব্যাপকতা

১.২.১. সংজ্ঞা ও মূলনীতি

আরবি পরিভাষা 'বিরর আল-ওয়ালিদাইন' (بر الوالدين) বলতে পিতা-মাতার প্রতি দয়া, সম্মান, এবং কর্তব্যপরায়ণতা প্রদর্শনকে বোঝায় । ইসলামে এটি একটি কেন্দ্রীয় নীতি, যা পিতামাতাকে সম্মান করা এবং তাদের যত্ন নেওয়াকে আল্লাহর ইবাদত এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কাজ হিসেবে তুলে ধরে। এই কর্তব্য সন্তানের সারা জীবন ধরে প্রযোজ্য, এমনকি পিতামাতা অমুসলিম হলেও এই সদাচরণ বজায় রাখতে হবে । বিরর আল-ওয়ালিদাইন শব্দটি ইহসান (إحسان) বা সর্বোচ্চ সদাচরণের ধারণাকে মূর্ত করে, যা কেবল ন্যূনতম দায়িত্ব পালনের চেয়েও অনেক বেশি কিছু দাবি করে।

১.২.২. ধারণার ব্যাপকতা (ইহসান ও কর্তব্য)

বিরর আল-ওয়ালিদাইন একটি বহুমাত্রিক দায়িত্ব। এই ব্যাপকতার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত: ১. সদাচরণ (ইহসান): তাদের সাথে কোমল আচরণ ও সদ্ব্যবহার করা । ২. আনুগত্য (আত্বা'আ): আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ ব্যতীত তাদের সকল বৈধ আদেশ মান্য করা । ৩. আর্থিক সহায়তা: যদি তাঁরা অভাবী হন, তবে তাদের ভরণ-পোষণ ও অভাব মোচন করা । ৪. শারীরিক ও মানসিক সেবা: বিশেষত বার্ধক্যে তাঁদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা

সেবা ও পরিচর্যা করা এবং তাঁদের মনে কষ্ট না দেওয়া । ৫. দু'আ: জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্য ক্ষমা ও করুণা প্রার্থনা করা ।

পিতা-মাতার প্রতি সম্মান দেখানো কেবল কথায় বা কর্মে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি সন্তানের আত্মার সাথে এমনভাবে জড়িত থাকা উচিত যে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভালো ও প্রশংসনীয় কাজের জন্ম দেয় (আখলাক্ব) ।

১.২.৩. অনটোলজিক্যাল ভিত্তি: তাওহীদ ও শুকর (কৃতজ্ঞতা)

ইসলামী আকিদায়, বিরর আল-ওয়ালিদাইনকে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের ঠিক পরেই স্থান দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

বাংলা অর্থ:
তোমার প্রভু আদেশ করেছেন–তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করবে।
তাদের মধ্যে একজন বা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ্' বলো না, তাদের ধমকিও দিও না, বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।
আর দয়ার সাথে বিনয়ী হয়ে তাদের প্রতি নম্রতার পাখা মেলে দাও এবং বলো, 'হে আমার প্রভু! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।'
সূত্র: সূরা আল-ইসরা (১৭:২৩-২৪)

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আরও বলেছেন :

ۚ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا < إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

বাংলা অর্থ:
আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছি।

যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে প্ররোচিত করে যার বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা শোনো না।
তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে, আমি তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবহিত করব।
সূত্র: সূরা আল-আনকাবুত (২৯:৮)

এই মৌলিক সংযোগটি কেবল একটি কাঠামোগত বিন্যাস নয়, বরং এটি একটি দার্শনিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। পিতা-মাতার অধিকারের সাথে আল্লাহর ইবাদতকে যুগলবদ্ধ করার অর্থ হলো: যদি কোনো ব্যক্তি তার পৃথিবীতে আগমনের কারণ, অর্থাৎ পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা বা সদ্ব্যবহার প্রদর্শন না করতে পারে, তবে সে প্রকৃত স্রষ্টা, যিনি তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তাঁর প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা (শুকর) প্রকাশে অক্ষম হবে । বিরর আল-ওয়ালিদাইন তাই কেবল একটি নৈতিকতা নয়, এটি আল্লাহর প্রতি শুকরের প্রক্সি (প্রতিনিধি)। এটি সন্তানের আধ্যাত্মিক এবং চারিত্রিক শক্তির (Character Strength) একটি নির্ণায়ক, যা তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা করে ।

১.৩. ইসলামে পিতা-মাতার অধিকারের মর্যাদা: ইবাদতের সাথে সম্পর্ক

১.৩.১. সর্বোত্তম আমলের শ্রেণীবিন্যাস

আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের পরেই পিতা মাতার প্রতি স্বদ্যবহারের জন্য গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শির্ক করো না।
পিতামাতার প্রতি সদাচরণ কর।

সুরা নিসা আয়াত ৩৬

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا

“আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম —
তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করো না,
এবং পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো,

সুরা বাকারা আয়াত ৮৩

হাদীসের বর্ণনায় পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারকে সর্বোচ্চ আমলগুলোর মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "সবচাইতে উত্তম আমল কি?" রাসূল (সা.) বললেন, "যথাসময়ে নামাজ আদায় করা।" তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কি?" রাসূল (সা.) বললেন, "মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে রাসূল (সা.) বলেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা" ।

এই শ্রেণীবিন্যাসটি বিরর আল-ওয়ালিদাইনের গুরুত্বকে সুস্পষ্ট করে: সালাতের (যা তাওহীদের মূর্ত প্রতীক) পরেই এটিকে স্থান দেওয়া হয়েছে, এমনকি জিহাদের মতো মহৎ ইবাদতের পূর্বে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিরর আল-ওয়ালিদাইন ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য একটি ভিত্তিগত ফরযে আইন হিসেবে কাজ করে।

১.৩.২. জান্নাতের পথ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি

পিতা-মাতার খেদমত, বিশেষত তাঁদের বার্ধক্যে, জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে । এর বিপরীত চিত্রও হাদীসে তুলে ধরা হয়েছে। **রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন:**

"الرِّضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ"

(তিরমিজি, হাদীস: ১৮৯৯)
“আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে, আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির মধ্যে।”

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে খুশি রাখে, সে আসলে আল্লাহকেই খুশি রাখে। তাই পিতা-মাতার খুশি অর্জন করা ঈমানের অপরিহার্য অংশ। । সন্তানের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করার সহজতম উপায়গুলির মধ্যে অন্যতম হলো পিতা-মাতার সেবা এবং তাঁদের মনকে খুশি রাখা । পক্ষান্তরে, পিতামাতার অবাধ্যতা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ডেকে আনে।

১.৪. অন্তর্দৃষ্টি ও তাৎপর্য: তাওহীদ ও বিররের সংযোগ

,

তাওহীদের সাথে বিরর আল-ওয়ালিদাইনের সংযোগের বিষয়টি নিছক উপদেশের বিষয় নয়, বরং এর অনিবার্যতা রয়েছে। যদি ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত হিসেবে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা হয়, তবে বিরর আল-ওয়ালিদাইনকে যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টির এত কাছাকাছি রাখা হয়েছে , এটি নির্দেশ করে যে বিররকে উপেক্ষা করা একটি মারাত্মক ত্রুটি। এই কর্তব্য আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার একটি ভিত্তি। ইসলামী নীতি অনুযায়ী, আখলাক্ব (নৈতিকতা) হলো আক্বীদাহ্ (বিশ্বাস) এর ফল । একজন ব্যক্তি যদি ইবাদতে চরম মনোযোগী হয়, কিন্তু তার পিতামাতার প্রতি চরম অবাধ্য হয়, তবে তার তাওহীদ ও শুকরের দাবির মধ্যে মৌলিক অসঙ্গতি থাকে। পিতা-মাতার অবাধ্যতা (উক্বুক) তাই শির্কের সাথে তুলনীয় কবীরা গুনাহ্ হিসেবে বিবেচিত , যা প্রমাণ করে যে পারিবারিক দায়িত্ব ইসলামে ইবাদতের স্তর থেকে সামান্য নিচে অবস্থান করে।

অধ্যায় ২: কুরআনের আলোকে দায়িত্বের মৌলিক নির্দেশাবলী (Core Quranic Mandates)

২.১. সদাচরণের অপরিহার্যতা এবং 'উফ' শব্দের নিষেধাজ্ঞা

কুরআন মাজীদের সূরা বনী ইসরাঈলের ২৩ ও ২৪ নম্বর আয়াতে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বের মৌলিক নির্দেশনাগুলো অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২.১.১. 'উফ' (উহ) বলার নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন:

فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا

অর্থাৎ: "তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না।"

মুফাসসিরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, 'উফ' হলো বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশের সর্বনিম্ন শব্দ। ইবনুল কাইয়িম বা কুরতুবী (রহঃ) এর ব্যাখ্যা অনুসারে , যেহেতু আল্লাহ বিরক্তি প্রকাশের সর্বনিম্ন ভাষাটিও নিষেধ করেছেন, তাই এর চেয়ে কঠোর যেকোনো আচরণ, যেমন– অসন্তুষ্টি প্রকাশ, চিৎকার করা, বা তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করা, অবশ্যই হারাম। এই নির্দেশটি কেবল শব্দের ব্যবহারের ওপর জোর দেয় না, বরং সন্তানের মনের অভ্যন্তরীণ বিরক্তিকেও পরিহার করার শিক্ষা দেয়। বিশেষ করে যখন পিতা-মাতা বার্ধক্যে উপনীত হন এবং তারা দুর্বল বা নির্ভরশীল হয়ে পড়েন ।

২.১.২. ধমক না দেওয়ার নির্দেশ এবং সম্মানসূচক কথা

'উফ' বলার নিষেধাজ্ঞার পরপরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: "এবং তাদেরকে ধমক দিও না (وَلَا تَنْهَرْهُمَا)" এবং "তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল (وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا)" । ধমক দেওয়া বলতে রুক্ষ আচরণ করা, তিরস্কার করা, কিংবা অপমান করাকে বোঝায়। ইবনে কাসীর (রহঃ) ব্যাখ্যা করেন যে, সন্তানের কথা বলার ধরণ এমন হওয়া উচিত যেন তাঁরা তাঁর কাছে সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি। এই সম্মানসূচক কথা সর্বদা নম্র, কোমল এবং বিনয়ী হতে হবে।

২.২. মাতৃত্বের বিশেষ মর্যাদা ও কষ্টের স্বীকৃতি

২.২.১. কষ্টের পর কষ্ট এবং তিনগুণ অগ্রাধিকার

মা দীর্ঘ দশমাস-দশদিন গর্ভে ধারণ করে কস্টের পর কস্ট সহ্য করে সন্তান কে বুকের দুধ পান করিয়ে, আদর-যত্ন ও বুকভরা ভালো বাসা উজার করে দিয়ে সন্তান লালন পালন করেন। **সন্তানের কান্নার আওয়াজে মায়ের ব্যাকুল মন হাজারো কাজ ফেলে ছুটে**

যায় সন্তানের কাছে। আর সন্তান গর্ভে ধারণ এর পর থেকে সন্তান জন্ম দেয়ার কস্ট যে কত মর্মান্তিক তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ অনুভব করতে পারে না। ঠিক একইভাবে সন্তানের লালন পালনের জন্য বাবাকেও কঠোর পরিশ্রম করতে হয় । এতো কস্ট স্বীকার করে পিতা মাতা সন্তানকে উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেন। বাবা মায়ের এই অবদানের কথা আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে এভাবে বর্ননা করেছেন ---

"আর আমি মানুষ কে তার পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তাত মাতা তাকে কস্টের পর কস্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছেন । তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে । নির্দেশ দিয়েছি যে আমার প্রতি ও তোমার পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে । "(সুরা লোকমান:-১৩]

কুরআন মাজীদে বিশেষভাবে মায়ের কষ্ট ও ত্যাগের কথা তুলে ধরা হয়েছে, যা ইসলামে মাতৃত্বের উচ্চ মর্যাদার ভিত্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

অর্থাৎ: "তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে।" ।

এই ত্যাগ স্বীকারের স্বীকৃতি হিসেবেই রাসূল (সা.) মায়ের অধিকারকে পিতার তুলনায় অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে, যখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, তার সর্বোত্তম সাহচর্যের বেশি অধিকারী কে? রাসূল (সা.) তিনবার উত্তর দেন: "তোমার মা", এবং চতুর্থবারে বলেন "তোমার বাবা" ।

এই তিনগুণ অগ্রাধিকারটি মায়ের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট–গর্ভধারণ, প্রসব এবং দুগ্ধপান করানোর–জন্য একটি আদর্শিক সম্মান । এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদিও পিতা-মাতার উভয়ের প্রতি সদাচরণ ওয়াজিব, মায়ের সেবায় সন্তানের আত্মনিয়োগ বেশি হওয়া উচিত।

২.৩. পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের বিনয় ও করুণা: রহমতের ডানা প্রসারিত করা

২.৩.১. নম্রতা প্রদর্শন ও বার্ধক্যের সেবা

সন্তানের কর্তব্য হলো পিতা-মাতার প্রতি চরম বিনয় প্রদর্শন করা। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

অর্থাৎ: "তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও (রহমতের ডানা প্রসারিত করো)" ।

এই উপমাটি চরম বিনয় ও আনুগত্যের প্রতীক। ইমাম বাগাবী (রহঃ) ব্যাখ্যা করেন যে, এই আয়াত পিতামাতার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কোমল আচরণ করতে আদেশ করেছে, বিশেষ করে তাদের বার্ধক্যের সময়, যখন তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়েন এবং সন্তানের মুখাপেক্ষী হন । সন্তানকে বুঝতে হবে যে, শৈশবে পিতা-মাতা তাকে যে করুণা ও যত্ন দিয়েছেন, বার্ধক্যে তার প্রতিদান দেওয়ার সুযোগ এসেছে।

২.৩.২. অনবরত দু'আ ও লালন-পালনের ঋণ স্বীকার

বিনয়ের পাশাপাশি, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য প্রতিনিয়ত দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন:

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থাৎ: "বল, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন" ।

এই দু'আ জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। এই দু'আর মাধ্যমে সন্তান কার্যত স্বীকার করে নেয় যে, পিতামাতার লালন-পালনের ঋণ (বিশেষত মায়ের), যা শৈশবে পরিশোধ করা যায় না, তা আল্লাহর রহমতের মাধ্যমেই পরিশোধিত হতে পারে। দু'আ হলো বিরর আল-ওয়ালিদাইনের একটি স্থায়ী কাজ।

২.৪. ব্যতিক্রম: অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি আচরণ ও আনুগত্যের সীমারেখা

২.৪.১. আনুগত্যের ব্যতিক্রম: শির্ক ও হারাম

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ বাধ্যতামূলক হলেও, এই আনুগত্যের একটি স্পষ্ট সীমারেখা রয়েছে–যা তাওহীদের নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যদি পিতা-মাতা আল্লাহর সাথে শির্ক করার জন্য বা শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, তবে সেই নির্দেশ মানা যাবে না ।

আল্লাহ তা'আলা সূরা লুকমানে বলেন:

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

অর্থাৎ: "আর তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শির্ক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মেনো না।" ।

২.৪.২. 'সদ্ভাবে বসবাস' (মা'রুফ) এর নীতি

যদিও শির্কের ক্ষেত্রে তাদের নির্দেশ মানা যাবে না, তবুও তাদের সাথে দুনিয়াতে সম্পর্কের ছেদ ঘটানো যাবে না। আয়াতের পরের অংশেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

অর্থাৎ: "এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে।" ।

এই নীতি অনুযায়ী, মুসলিম সন্তানকে অবশ্যই অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতিও ন্যায্য, সদয় ও সম্মানজনক আচরণ বজায় রাখতে হবে। এই সদাচরণ তাদের ইসলাম গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারে, এবং মুসলিম সন্তান যেন অমুসলিম বা ভিন্ন মতাদর্শের পিতামাতার প্রতি ন্যায় প্রদর্শন করে, এটি ইসলামের একটি অন্যতম শিক্ষা ।

২.৫. অন্তর্দৃষ্টি ও তাৎপর্য: ফিক্বহী সামঞ্জস্যতা

কুরআনের নির্দেশনায় আমরা দেখতে পাই যে, মাতার শারীরিক কষ্টের কারণে তাঁকে তিনগুণ বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে । এটি তার প্রতি আদর্শিক অগ্রাধিকার। কিন্তু বাধ্যতামূলক সদাচরণ (ইহসান) এবং তাদের হক পূরণের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা উভয়ই যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই দ্বৈততা নির্দেশ করে যে, বিরর আল-ওয়ালিদাইন একটি সার্বজনীন দায়িত্ব। সন্তানের কাছে পিতা-মাতার অধিকার হলো জৈবিক সম্পর্ককে ছাড়িয়ে একটি আধ্যাত্মিক বন্ধন। সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াতগুলো বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার সময়ে সন্তানের অর্থনৈতিক ও আবেগিক নির্ভরতার চিত্র তুলে ধরে। সন্তানকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, সে যেন তার শৈশবের ঋণ স্বীকার করে এবং সেই অনুকম্পার প্রতিদান দিতে সচেষ্ট হয় ।

অধ্যায় ৩: সুন্নাহ ও হাদীসের আলোকে প্রায়োগিক কর্তব্যসমূহ (Practical Duties based on Sunnah)

৩.১. উত্তম আমলের শ্রেণীবিন্যাস এবং পিতা-মাতার সেবার অবস্থান

৩.১.১. জিহাদের উপরে বিররের গুরুত্ব

ইসলামে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্ হলো সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ আমলগুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু হাদীসের আলোকে দেখা যায়, কিছু পরিস্থিতিতে রাসূল (সা.) পিতা-মাতার সেবাকে জিহাদের চেয়েও অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলে, রাসূল (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন: "তোমার পিতামাতা কি জীবিত?" সে বলল: "হ্যাঁ।" তখন তিনি নির্দেশ দিলেন: "তুমি তাদের কাছে লেগে থাকো, কেননা জান্নাত তাদের পদতলে" । অন্য বর্ণনায়, রাসূল (সা.) জিহাদের উদ্দেশ্যে আসা ব্যক্তিকে তার পিতা-মাতার সেবার জন্য গৃহে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন ।

এই নির্দেশনাটি বিরর আল-ওয়ালিদাইনের একটি গুরুতর দার্শনিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করে। জিহাদ যদিও ফরযে কিফায়া (সামগ্রিক দায়িত্ব), পিতামাতার সেবা হলো ফরযে আইন (ব্যক্তিগত দায়িত্ব)। রাসূল (সা.) এই সেবাকে এক প্রকারের 'জিহাদ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেখানে শারীরিক শক্তি, সম্পদ এবং আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয়। একে 'জিহাদ-

এ-বিরর' বলা যেতে পারে। এই কর্তব্য পালনে ধৈর্য, সহনশীলতা এবং ইখলাস (আন্তরিকতা) প্রয়োজন, যা একজন মুমিনের সর্বোচ্চ চারিত্রিক গুণাবলীকে প্রকাশ করে।

৩.২. আর্থিক ভরণ-পোষণ: ফিক্বহী মাসআলা ও সামর্থ্যবান সন্তানের বাধ্যবাধকতা

৩.২.১. ভরণ-পোষণের বাধ্যবাধকতার নীতি

ইসলামী ফিক্বহ্ অনুযায়ী, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ করা সামর্থ্যবান সন্তানের ওপর ওয়াজিব বা ফরয। যদি তাঁরা দরিদ্র বা অভাবী হন, তবে আর্থিকভাবে সচ্ছল পুত্র ও কন্যা উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে তাদের ব্যয়ভার বহন করা । এই দায়িত্বটি কেবল অভাব মোচন নয়, বরং বিরর আল-ওয়ালিদাইনের একটি অপরিহার্য দিক।

৩.২.২. সন্তানের সম্পদে পিতার অধিকার

আর্থিক দায়িত্বের গুরুত্ব বোঝাতে একটি হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন যে, একজন মানুষের সম্পদ মূলত তার পিতার অধিকারভুক্ত । যদিও এর অর্থ এই নয় যে পিতা সন্তানের সম্পদ অযৌক্তিকভাবে বা হারামে ব্যয় করার অধিকার রাখেন, বরং এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে সন্তানের উপার্জনের ওপর পিতা-মাতার অধিকারের ভিত্তি কতটা মৌলিক। সন্তানকে তার পিতামাতাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা উচিত, এমনকি যদি তারা প্রয়োজন নাও মনে করে, তবুও এটি বিরর এবং মহান সওয়াবের কাজ হিসেবে বিবেচিত হয় ।

৩.৩. বৃদ্ধাবস্থায় সেবার দায়িত্ব ও শারীরিক পরিচর্যা

৩.৩.১. বার্ধক্যে বিশেষ যত্ন ও সহচার্য

পিতা-মাতার বার্ধক্য জীবনের এমন এক সময়, যখন তাঁরা শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন এবং সন্তানের মুখাপেক্ষী হন। এই সময়ে তাঁদের প্রতি সর্বোচ্চ বিনয়, কোমলতা এবং সহচার্য প্রদর্শন করা সন্তানের সবচেয়ে বড় কর্তব্য । কুরতুবী (রহঃ) বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বার্ধক্যে যখন পিতামাতা সন্তানের প্রয়োজন পূরণে অক্ষম ও দুর্বল হন, তখন

তাঁদের প্রতি বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করা কঠোরভাবে নিষেধ । এই সময়ে তাঁদের মনে কষ্ট পাবার মতো কোনো ব্যবহার করা হারাম।

৩.৩.২. পরিচর্যার বন্টন ও ফিক্বহী দৃষ্টিভঙ্গি

যদি পিতা-মাতার শারীরিক যত্নের প্রয়োজন হয়, তবে সকল সন্তানের (পুত্র ও কন্যা) যৌথ দায়িত্ব হলো সেই সেবা নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে তাঁরা নিজেরা সেবা করবেন, অথবা কাউকে নিয়োগ দিয়ে খরচ বহন করবেন । ফিক্বহী আলোচনায় উঠে আসে যে, যদি শারীরিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে 'আওরাহ্' (সতর) দেখার প্রশ্ন আসে, সেক্ষেত্রে মায়ের পরিচর্যার ক্ষেত্রে কন্যার ভূমিকা পুত্রের চেয়ে বেশি উপযোগী হতে পারে । তবে, যদি বিবাহিত কন্যার স্বামী তাকে সেবা করতে যেতে বাধা দেন, তখন স্বামীর অধিকার অগ্রাধিকার পায়। এমতাবস্থায় কন্যার উচিত লোক নিয়োগ বা আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে তার কর্তব্য পালন করা, যাতে স্বামীর অধিকার ও মায়ের সেবা দুটির মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে ।

৩.৪. আদর্শ দৃষ্টান্ত: উয়াইস আল-কারনী এবং আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.)

৩.৪.১. উয়াইস আল-কারনী: ইখলাসের পরাকাষ্ঠা

উয়াইস আল-কারনী (রা.) ছিলেন বিরর আল-ওয়ালিদাইনের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি নবী করীম (সা.)-এর জীবদ্দশায় ইয়েমেনে বসবাস করতেন। রাসূল (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর অসুস্থ ও দুর্বল মায়ের সেবা করার কারণে মদীনায় আসতে পারেননি । মায়ের প্রতি তাঁর এই প্রগাঢ় ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ এতটাই বিশুদ্ধ ছিল যে, রাসূল (সা.) স্বয়ং তাঁর সাহাবীদের কাছে উয়াইস আল-কারনীর নাম উল্লেখ করে তাঁর জন্য দু'আ চাইতে বলেছিলেন। এই ঘটনা দেখায় যে, দুনিয়াবী জীবনের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা (রাসূলের সাক্ষাৎ) এর চেয়েও পিতামাতার সেবাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত এবং এটি আল্লাহর কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হতে পারে ।

৩.৪.২. আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.): মৃত্যুর পরেও সদাচার

আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণে নিবেদিত ছিলেন। তাঁর পিতা উমর (রা.)-এর মৃত্যুর পরেও তিনি তাঁর প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা বজায় রেখেছিলেন। মৃত্যুর পরের বিরর আল-ওয়ালিদাইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা । আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) নিয়মিত তাঁর পিতার বন্ধুদের খোঁজখবর নিতেন এবং তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন । এটি প্রমাণ করে যে, সন্তানের কর্তব্য পিতা-মাতার মৃত্যুর পরেও আত্মীয়তা ও সম্পর্কের বন্ধন রক্ষায় অবিচ্ছিন্ন থাকে।

অধ্যায় ৪: ফিক্বহী দৃষ্টিকোণ: আনুগত্যের সীমাবদ্ধতা ও বিশেষ পরিস্থিতি (Jurisprudential Rulings and Conflicts)

৪.১. উক্বুক আল-ওয়ালিদাইন: কবীরা গুনাহ্ এবং এর পরিণতি

৪.১.১. কবীরা গুনাহ্ হিসেবে উক্বুক

উক্বুক আল-ওয়ালিদাইন (عقوق الوالدين) বা পিতা-মাতার অবাধ্যতা ইসলামে শিরকের পরেই সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ্ হিসেবে গণ্য । এটি তাদের মনে কষ্ট দেয় এবং তাদের কষ্ট দেওয়া হারাম । রাসূল (সা.) বলেছেন: "তিনজন ব্যক্তির কোনো দান বা সৎকর্ম আল্লাহ কবুল করেন না: পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, খোটা দানকারী এবং তাক্বদীরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি" । এর ভয়াবহতা এত বেশি যে, এটি মানুষকে আল্লাহর ক্ষমা (মাগফিরাহ্) থেকে বঞ্চিত করতে পারে ।

৪.১.২. ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি

অনেক পাপের শাস্তি পরকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়, কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার জন্য ইহকালে তাৎক্ষণিক শাস্তিরও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে । রাসূল (সা.) সতর্ক করেছেন যে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো যারা পিতা-মাতার অবাধ্যতা করেছে । ইমাম জা'ফার আল-সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত, পিতা-মাতাকে প্রহারকারী বা কষ্টদানকারী অভিশপ্ত ।

গুরুত্বপূর্ণভাবে, এমনকি যদি পিতামাতা সন্তানের প্রতি অত্যাচারীও হন (অপমান বা অন্যায় করেন), তবুও সন্তানের জন্য তাদের প্রতি রূঢ় হওয়া বা তাদের ধমক দেওয়া নিষিদ্ধ এবং সদাচরণ ওয়াজিব থাকে। রাসূল (সা.) বলেছেন, "যদি তারা সন্তানের প্রতি অত্যাচারও করে, তবুও (সদাচরণ করবে)" । শুধুমাত্র আল্লাহর সুস্পষ্ট অবাধ্যতার (শির্ক বা হারাম) নির্দেশেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না ।

৪.২. বিবাহিত সন্তানের দায়িত্বের তারতম্য: স্বামী ও পিতা-মাতার অধিকারের সংঘাত

৪.২.১. স্বামীর অধিকারের প্রাধান্য এবং আনুগত্যের স্থানান্তর

ইসলামী ফিক্বহ্ অনুযায়ী, বিবাহের পর একজন নারীর জীবনে তার স্বামীর অধিকার পিতা-মাতার অধিকারের ওপর প্রাধান্য লাভ করে । পণ্ডিতগণ একমত যে, যদি স্বামীর আনুগত্য এবং পিতা-মাতার আনুগত্যের মধ্যে সংঘাত তৈরি হয়, তবে স্বামীর অধিকারই অগ্রগণ্য, যতক্ষণ না স্বামী শরীয়তের বিরোধী কোনো নির্দেশ দেন । বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর গৃহে বসবাস করতে বাধ্য, এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া সে ঘর ছেড়ে বের হতে পারবে না । ফিক্বহী দৃষ্টিকোণ থেকে, স্বামীর আনুগত্য ওয়াজিব, এবং এই ওয়াজিবকে অ-ওয়াজিব কাজের (যেমন অসুস্থ পিতামাতাকে দেখতে যাওয়া, যদি স্বামী নিষেধ করে) জন্য ত্যাগ করা বৈধ নয় ।

৪.২.২. ভারসাম্য রক্ষা: আনুগত্য বনাম সদাচরণ (ইহসান)

যদিও আনুগত্য (Obedience) এর ক্ষেত্রে স্বামীর অধিকার অগ্রাধিকার পায়, পিতামাতার প্রতি সদাচরণ (Birr/Ihsan) এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা চিরন্তন বাধ্যতামূলক থাকে । ফিক্বহ্ এই দুটি ধারণার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করে।

যদি স্বামী স্ত্রীকে তার পিতামাতার সাথে দেখা করতে বা তাদের আর্থিকভাবে সাহায্য করতে বাধা দেয়, তবে স্বামী স্বয়ং আল্লাহর অবাধ্য হন, কারণ এটি 'সিলাতুর রাহেম' (আত্মীয়তার বন্ধন) ছিন্ন করার শামিল এবং 'মা'রুফ' (ন্যায়সঙ্গত আচরণ) নীতির পরিপন্থী । অতএব, একজন জ্ঞানবান ও ধার্মিক স্বামীর কর্তব্য হলো স্ত্রীকে তার পিতামাতার প্রতি ইহসান করতে সাহায্য করা। বিবাহিত কন্যার আর্থিক দায়িত্বের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সামঞ্জস্য দেখা যায়; যদি পিতামাতা অভাবী হন এবং অন্য কোনো সংস্থান না থাকে, তবে কন্যারও ভরণ-পোষণে সাহায্য করা দায়িত্বের অংশ, যদিও এর ক্ষেত্রে স্বামীর অধিকারের কারণে ফিক্বহী বাধ্যবাধকতা পুত্রের মতো কঠোর হয় না ।

এই ফিক্বহী আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সন্তানের জীবনে দায়িত্বের একটি অনুক্রম (hierarchy) রয়েছে: আল্লাহর হক (সর্বোচ্চ) > স্বামীর হক (বিবাহিত স্ত্রীর জন্য) > পিতা-

মাতার হক। কিন্তু পিতা-মাতার হক এতই শক্তিশালী যে, এমনকি স্বামীর অগ্রাধিকারের পরেও সদাচরণ ত্যাগ করা যায় না।

৪.৩. ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত মাযহাবসমূহের তুলনামূলক আলোচনা

ইসলামী ফিক্কহের চারটি প্রধান মাযহাব (হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী) পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের বিষয়ে একমত যে এটি সন্তানের ওপর একটি ফরয দায়িত্ব। তবে আর্থিক দায়ভারের ক্রম এবং কিছু শর্তের ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান।

Table V.4.3: ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত মাযহাবসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ফিক্কহী মাযহাব: ভরণ-পোষণের বাধ্যবাধকতা দায়িত্বের ক্রম বিবাহিতা কন্যার আর্থিক দায়

হানাফী:অভাবী পিতামাতার জন্য সামর্থ্যবান সন্তানের ওপর ফরয। পুত্র ও কন্যা উভয়ই সমানভাবে দায়িত্বশীল (যদি সামর্থ্য থাকে)।

স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে, যদি পিতামাতার অন্য কোনো সংস্থান না থাকে, তবে দায়িত্ব থাকে [23]।

শাফেয়ী: সন্তান ধনী হলে ফরয। ভরণ-পোষণ নির্ভর করে প্রয়োজন ও সম্পর্কের ওপর। সাধারণত নিকটাত্মীয়ের মাধ্যমে।

নৈতিক দায়িত্ব বেশি, তবে স্বামীর অধিকার অগ্রাধিকার পায় ।

হাম্বলী সামর্থ্য অনুসারে সন্তানের জন্য ফরয। সন্তানের সম্পত্তি না থাকলে পিতা ব্যয় করতে পারেন। পুত্রদের ওপর প্রাথমিক বাধ্যবাধকতা। পুত্রের মতো কঠোর বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু ইহসান আবশ্যক।

মালিকী সাধারণ অর্থে অভাবী পিতামাতার জন্য বাধ্যতামূলক।

এই সারণী নির্দেশ করে যে, ভরণ-পোষণের মূলনীতিটি সার্বজনীন, কিন্তু এর প্রয়োগ ও আর্থিক দায়ভারের বন্টন স্থানীয় ফিক্কহী ঐতিহ্য এবং সন্তানের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

৪.৪. অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি আচরণ: ফিক্বহী দৃষ্টিভঙ্গি

কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকায় , ফিক্বহী পণ্ডিতগণ একমত যে অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতিও সদ্ভাবে (معروف) আচরণ করা বাধ্যতামূলক। এই সদাচরণের মধ্যে রয়েছে– আর্থিক সহায়তা প্রদান, অসুস্থ হলে সেবা করা এবং দুনিয়াবী বিষয়ে তাদের সাথে কোমল আচরণ বজায় রাখা।

তবে, ফিক্বহের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ দেখা যায় বিবাহের ক্ষেত্রে। ইসলামী আইনবিদ ইবনে কুদামাহ্ এবং ইবনে আল-মুনযির কর্তৃক ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণিত হয়েছে যে, অমুসলিম পিতা তার মুসলিম কন্যার বিবাহের ক্ষেত্রে উইলিয়াহ্ (অভিভাবকত্ব) হারান । এর অর্থ হলো, কন্যার বিবাহ বন্ধনের জন্য তার অমুসলিম পিতার অনুমতির প্রয়োজন হয় না। এই নীতি প্রমাণ করে যে, যদিও বিরর বাধ্যতামূলক, আক্বীদাহ্ এবং শরীয়তের নীতিমালার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ।

অধ্যায় ৫: আধুনিক সমাজে বিরর আল-ওয়ালিদাইন: আইন ও সামাজিক প্রেক্ষাপট (Modern Context and Legal Aspects)

৫.১. আধুনিক জীবনের চ্যালেঞ্জ: নৈতিক অবক্ষয় ও আন্তঃপ্রজন্ম সংঘাত

৫.১.১. বৃদ্ধ নিবাসের প্রবণতা ও সামাজিক অবক্ষয়

আধুনিক সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, নগরকেন্দ্রিকতা এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা পারিবারিক মূল্যবোধকে চরম চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। এর ফলে মুসলিম সমাজে পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ নিবাসে বা অন্য কোথাও সন্তানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রেখে আসার প্রবণতা বাড়ছে । এই প্রবণতা সরাসরি ইসলামী শিক্ষার ('উফ' বলা নিষেধ, বার্ধক্যে বিশেষ যত্ন) পরিপন্থী এবং এটি উক্বুক আল-ওয়ালিদাইনের একটি আধুনিক রূপ। বাংলাদেশের মতো দেশে এই নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে ।

৫.১.২. ডিজিটাল যুগে সংঘাত নিরসন

ডিজিটাল যুগ পারিবারিক যোগাযোগকে পরিবর্তিত করেছে। শিশুরা এখন সমবয়সীদের সাথে বেশি সময় ব্যয় করে এবং প্রবীণ, জ্ঞানী ব্যক্তিদের 'সোহবাত' (সহচর্য) থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যা তাদের জীবনে মূল্যবোধ ও জীবন দক্ষতা শেখার সুযোগ কমিয়ে দিচ্ছে । প্রযুক্তির এই ব্যবহার আন্তঃপ্রজন্ম সংঘাত বাড়াতে পারে, যেখানে শিশুরা ইসলামিক মূল্যবোধবিরোধী ডিজিটাল কন্টেন্টের সংস্পর্শে আসতে পারে বা গ্যাজেটে আসক্ত হতে পারে ।

৫.২. ডিজিটাল যুগে আন্তঃপ্রজন্ম সংঘাত নিরসন ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামী নীতিমালার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। পিতামাতাকে অবশ্যই নিজেদের আচরণের মাধ্যমে আদর্শ স্থাপন করতে হবে (Modeling behavior), অযথা ডিভাইস ব্যবহার পরিহার করে পারিবারিক বন্ধন জোরদার করতে হবে ।

সমাধানের উপায়গুলির মধ্যে রয়েছে: ১. ভারসাম্য ও সীমা নির্ধারণ: স্ক্রিন টাইম এবং অনলাইন মিথস্ক্রিয়ার জন্য বয়স-উপযোগী সীমা নির্ধারণ করা এবং প্রযুক্তিমুক্ত এলাকা (যেমন খাবারের টেবিল, বেডরুম) তৈরি করা । ২. ইসলামী শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার: শিক্ষামূলক অ্যাপ, ওয়েবসাইট এবং অনলাইন কুরআন ক্লাস ব্যবহার করে শিশুদের ধর্মীয় জ্ঞান ও নৈতিক ভিত্তি মজবুত করা । ৩. 'তারবিয়াহ্' (নৈতিক প্রশিক্ষণ): সন্তানদের মধ্যে আল্লাহর সাথে সংযোগ (দু'আর শক্তি), শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন, বিনয় এবং দায়িত্ব নেওয়ার মতো সরঞ্জাম ও মূল্যবোধ (ট্রান্সসেন্ডেন্টাল ভার্চু) প্রতিষ্ঠা করা ।

৫.৩. বাংলাদেশের 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩' এর শরী'আহ্ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার

৫.৩.১. আইনের মূল বিধান

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৯ নং আইন) হলো বাংলাদেশে সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত প্রথম রাষ্ট্রীয় আইন ।

এই আইনের মূল বিধানগুলো ইসলামী শরী 'আহর নীতির সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ:

ভরণ-পোষণ নিশ্চিতকরণ: প্রত্যেক সন্তানের জন্য তার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ (খাওয়া-দাওয়া, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং সঙ্গ) নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক ।

একসঙ্গে বসবাস ও সহচার্য: সন্তান তার পিতা-মাতাকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বৃদ্ধ নিবাসে বা অন্য কোথাও বসবাস করতে বাধ্য করতে পারবে না ।

নিয়মিত সেবা ও যোগাযোগ: স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও পরিচর্যা করা বাধ্যতামূলক। পৃথকভাবে বসবাস করলেও নিয়মিত সাক্ষাত করতে হবে ।

আর্থিক অবদান: পৃথকভাবে বসবাস করলে প্রত্যেক সন্তানকে তার মাসিক আয় বা বার্ষিক আয় থেকে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ নিয়মিত প্রদান করতে হবে ।

৫.৩.২. শরী'আহ্ সাথে তুলনা ও দণ্ডারোপের ন্যায্যতা

এই আইন ইসলামী ফিক্বহের ভরণ-পোষণের ওয়াজিব নীতিকে রাষ্ট্রীয় আইনি বাধ্যবাধকতার স্তরে উন্নীত করেছে । শরী 'আহ্ অনুযায়ী, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ ফরযে আইন এবং তাদের সেবায় অবহেলা কবীরা গুনাহ্। যখন সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড এই ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থ হয়, তখন রাষ্ট্রীয় আইন একটি প্রতিক্রিয়ামূলক সমাধান হিসেবে কাজ করে।

আইনের ধারা ৫ অনুযায়ী, বিধান লঙ্ঘনের জন্য অনূর্ধ্ব ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা ৩ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে । ফিক্বহী দৃষ্টিকোণ থেকে, উক্বুকের জন্য সরাসরি কোনো নির্দিষ্ট দুনিয়াবী শাস্তির (হদ্ বা ক্বিসাস) বিধান না থাকলেও, সরকার জনস্বার্থে ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য তা'যীর (বিবেচনামূলক শাস্তি) হিসেবে এই দণ্ডারোপ করতে পারে । এই আইনটি কেবল আইনগত ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করতে পারে, যা সন্তানের নৈতিক অবক্ষয়ের একটি প্রতিক্রিয়ামূলক সমাধান। তবে বিররের আত্মা (ভালবাসা, ইখলাস, নম্রতা) যা ইসলামী আকিদা দাবি করে , তা কেবল ধর্মীয় ও পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব।

এছাড়াও, ধারা ৫(২) অনুযায়ী, সন্তানের স্ত্রী, স্বামী বা নিকট আত্মীয় যদি ভরণ-পোষণ প্রদানে বাধা বা অসহযোগিতা করে, তবে তারাও একই দণ্ডে দণ্ডিত হবে । এই বিধানটি ফিক্বহী নীতিকে সমর্থন করে যে, বিবাহিত জীবনেও পিতামাতার অধিকার রক্ষা করা আবশ্যক এবং এই অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হারামের শামিল।

অধ্যায় ৬: মৃত্যুর পরের দায়িত্ব এবং উপসংহার ঃ-

৬.১. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের কর্তব্যসমূহ

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরেও সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ হয় না। বরং, তাদের পরকালীন জীবনের জন্য সন্তানের আমল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উক্কুক আল-ওয়ালিদাইন (অবাধ্যতা) পিতা-মাতার মৃত্যুর পরেও বজায় থাকতে পারে, যদি সন্তান তাদের প্রতি তার শেষ দায়িত্বগুলো পালন না করে ।

৬.১.১. প্রাথমিক দায়িত্ব ও আর্থিক বাধ্যবাধকতা

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের প্রাথমিক কর্তব্যগুলো হলো: ১. জানাজা ও দাফন: দ্রুত সুন্নাহ অনুযায়ী জানাজার সালাত ও দাফন সম্পন্ন করা এবং তাঁদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করা । ২. ঋণ পরিশোধ: যদি তাঁরা কোনো ঋণ বা আমানত রেখে যান, তবে তা ওয়ারিশী সম্পদ বন্টনের পূর্বেই পরিশোধ করা । ৩. ওয়াসিয়ত কার্যকর: যদি তাঁরা শরীয়তসম্মত কোনো ওয়াসিয়ত (এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে) করে যান, তবে তা দ্রুত কার্যকর করা ।

৬.১.২. আত্মিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব

মৃত্যুর পরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হলো আত্মিক দায়িত্ব পালন: ১. নিয়মিত দু'আ ও ইস্তিগফার: নিয়মিতভাবে পিতামাতার জন্য ক্ষমা (মাগফিরাত) ও করুণা (রহমত) চেয়ে দু'আ করা । এটি মৃত ব্যক্তির জন্য সন্তানের পক্ষ থেকে সর্বাপেক্ষা উপকারী কাজ । ২. সাদকা ও সওয়াব প্রেরণ: তাঁদের উদ্দেশে সাদকা (দান) বা অন্যান্য সৎকর্মের সওয়াব প্রেরণ করা ।

৬.২. আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি কর্তব্য (সিলাতুর রাহেম)

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরের বিরর আল-ওয়ালিদাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি ইহসান বজায় রাখা। রাসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন যে, সন্তানের উচিত পিতামাতার বন্ধুমহলের সম্মান করা এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে সাহায্য-সহযোগিতা করা । আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) তাঁর পিতার মৃত্যুর পরেও এই সুন্নাহ কঠোরভাবে পালন করতেন ।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ

ইবনু উমর (রা) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সর্বাধিক পুণ্যের কাজ হলো, কোন ব্যক্তির তার পিতার ইন্তিকালের পর (অবর্তমানে) তার বন্ধুদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা।

(সুনানে আবু দাউদ ৫১৪৩)

মৃত্যুর পরের সন্তানের ভালো কাজ সরাসরি কবরে পিতা-মাতাকে আনন্দিত করে, আর মন্দ কাজ তাদের কষ্ট দেয় । এটি প্রমাণ করে যে, সন্তানের জীবনের পথ পরিবর্তন এবং সঠিক পথে থাকা (বি অণ দ্য রাইট পাথ) স্বয়ং মৃত পিতা-মাতার জন্য কল্যাণকর ।

Table V.6.1: পিতা-মাতার মৃত্যুর পরের সন্তানের দায়িত্ব

দায়িত্বের ক্ষেত্র শরীয়াহ্ ভিত্তি (কুরআন/হাদীস) তাৎক্ষণিকতা ও গুরুত্ব
জানাজা ও দাফন সুন্নাহর ভিত্তিতে সম্পন্ন করা
সর্বোচ্চ ও প্রথম কর্তব্য

ঋণ পরিশোধ ঋণ ও আমানত পরিশোধ
জানাজার পূর্বে পরিশোধ করা আবশ্যক

ওয়াসিয়ত পালন শরীয়তসম্মত অসিয়ত কার্যকর করা
বাধ্যতামূলক

দু'আ ও ইস্তিগফার   রাসূল (সা.) এর নির্দেশনা
ক্রমাগত ও সর্বাপেক্ষা কার্যকর

বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি ইহসান   আত্মীয়তা ও বন্ধন রক্ষা
বিরর আল-ওয়ালিদাইন এর অংশ

৬.৩. গবেষণার ফলাফল ও মূল সিদ্ধান্ত (Summary of Findings)

এই গবেষণায় কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিরর আল-ওয়ালিদাইনের যে গভীর তাৎপর্য উঠে এসেছে, তা নিম্নলিখিত মূল সিদ্ধান্তে উপনীত করে:

১. তাওহীদের সাথে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন: পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য (বিরর) নিছক সামাজিক আচরণ নয়; এটি আল্লাহর ইবাদত (তাওহীদ) এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার (শুকর) একটি মৌলিক প্রতিফলন। একজন ব্যক্তি যদি তার পার্থিব স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ না হতে পারে, তবে সে প্রকৃত স্রষ্টার প্রতিও আন্তরিক ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে দুর্বল হবে।

২. গুরুত্বের শ্রেণীবিন্যাস: ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের পরেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারকে জিহাদের চেয়েও উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এটি নির্দেশ করে যে, পারিবারিক স্থিতিশীলতা এবং ইখলাসের অনুশীলন হলো সর্বোচ্চ আমল।

৩. কর্তব্যের দ্বৈততা: সন্তানের কর্তব্য জীবদ্দশায় (শারীরিক সেবা, আর্থিক ভরণ-পোষণ, আনুগত্য) এবং মৃত্যুর পরেও (ঋণ পরিশোধ, দু'আ, আত্মীয়তা রক্ষা) বিস্তৃত। উক্কুক আল-ওয়ালিদাইন হলো শিরকের পরেই সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ্, যার ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি সুনিশ্চিত।

৪. ফিক্বহী ভারসাম্য: বিবাহিত কন্যার ক্ষেত্রে, স্বামীর অধিকার আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেলেও, পিতা-মাতার প্রতি ইহসান (সদাচরণ) বজায় রাখা আবশ্যক এবং স্বামী তাতে বাধা দিতে পারেন না। ফিক্বহ্ এই দুটি ওয়াজিবের মধ্যে প্রজ্ঞার সাথে ভারসাম্য রক্ষার নির্দেশ দেয়।

৫. আধুনিক আইনের ভূমিকা: বাংলাদেশের 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩' হলো নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে শরী ‘আহ্ নীতির প্রায়োগিক প্রতিফলন। এই আইন ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করলেও, বিররের মূল ভিত্তি–নম্রতা, দয়া, এবং ইখলাস–কেবল ধর্মীয় ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই সম্ভব।

৬.৪. চূড়ান্ত সুপারিশমালা ঃ

১. আইন ও শিক্ষার সমন্বয়: পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ এর সঠিক বাস্তবায়নের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিরর আল-ওয়ালিদাইনের দার্শনিক ও ফিক্বহী গুরুত্ব নিয়ে বিস্তৃত পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য। আইন কেবল বাধ্যবাধকতা আরোপ করে, কিন্তু ইখলাস তৈরি করতে পারে না।

২. আন্তঃপ্রজন্ম প্রশিক্ষণ: উলামা এবং শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে পিতামাতা এবং সন্তানের জন্য আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ (যেমন ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার) মোকাবিলায় বিশেষ প্রশিক্ষণ ও 'সোহবাত' (Wise Elders এর সহচর্য) ভিত্তিক শিক্ষামূলক কর্মসূচি চালু করা উচিত।

৩. বিবাহিত দম্পতির জন্য ফিক্বহী নির্দেশনা: বিবাহের পূর্বে এবং পরে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার এবং পিতা-মাতার অধিকারের ভারসাম্যের ওপর ফিক্বহী নির্দেশনা প্রদান করা প্রয়োজন, যাতে পারিবারিক সংঘাত এড়ানো যায় এবং উভয় পক্ষের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়।

৪. মায়ের বিশেষ অধিকারের স্বীকৃতি: সমাজের প্রতিটি স্তরে মায়ের ত্যাগের কারণে তাঁকে দেওয়া তিনগুণ অগ্রাধিকারের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে প্রচার করা উচিত, যা পারিবারিক সেবার ক্ষেত্রে সন্তানের সংবেদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করবে।